ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 096 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৬ ● কলকাতা ● ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৯ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোট-পরবর্তী হিংসা, সম্পাদকের উপর হামলা ও নিরাপত্তা প্রশ্নে উত্তাল এলাকা – গণতন্ত্র কি নিরাপদ?

নিজস্ব সংবাদদাতা:

ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের একাধিক প্রান্তে উত্তেজনা নতুন কিছু নয়, কিন্তু একজন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ ও প্রাণনাশের হুমকি—এই ঘটনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এক গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাসন্তী বিধানসভা এলাকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের উপর পূর্বেও একাধিকবার হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও নতুন করে হুমকি, ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন তিনি ও তাঁর পরিবার।

অভিযোগ, এক শ্রেণির দুষ্কৃতি ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পরিকল্পিতভাবে এই হামলা ও ভয় দেখানোর রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে হুমকি দিয়ে জানানো হচ্ছে, ভোটের আগে ও পরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। এর ফলে আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে। প্রশ্ন উঠছে—একজন সম্পাদক, যিনি সমাজের নানা অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তাঁরই যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে?

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা। একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি বলে দাবি সম্পাদকের পরিবারের। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—প্রশাসন কি সত্যিই এই পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন? এই নীরবতা কি তবে দুষ্কৃতিদের আরও উৎসাহিত করছে?

এদিকে, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ সংস্থা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। এমন পরিস্থিতিতে কি সত্যিই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব? একজন আক্রান্ত সম্পাদক ও তাঁর পরিবারকে কি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারবে নির্বাচন কমিশন? নাকি অতীতের ঘটনাগুলিই আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ফিরে আসবে ভোট ও ভোট-পরবর্তী সময়ে?

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই স্তম্ভ যদি ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়ে, তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে পড়বে। এখন দেখার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কত দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, এবং একজন সম্পাদক ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কিনা।

পর্ব 255

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুর মাধ্যমেই চৈতন্য মিলতে পারে। তাহলে গুরুর শরীরের মাধ্যমের বাইরেই যেতে হবে, তবেই ধ্যানের প্রাপ্তি হতে পারে।

হ্যাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে, যার মুখেই পাইপ নেই, তার তুলনায় যার মুখে পাইপ আছে, তার জল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

ক্রমশঃ

বিনপুর বিধানসভায় প্রচারের মাঝেই মানবিক উদ্যোগ, অসুস্থ কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করলেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ প্রণত টুডু

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে নেমে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিনপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ প্রণত টুডু। বুধবার প্রচার কর্মসূচির মাঝেই অসুস্থ এক দলীয় কর্মীর চিকিৎসা করতে দেখা যায় তাঁকে। জানা গিয়েছে, বিনপুর বিধানসভার কেউদিশোল এলাকার বিজেপির সক্রিয় কর্মী অমল মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছেন। বিষয়টি জানতে পেরে প্রার্থী নিজেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান এবং হাতে স্টেথোস্কোপ নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। প্রার্থীর এই উদ্যোগে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। এরপর তিনি ভুলাভেদা অঞ্চলের বারিঘাটি, চিরুগোড়া ও কুশভলা এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি সারেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দলীয় সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। নির্বাচনের আগে প্রার্থীর এই মানবিক মুখ ভোটের ময়দানে আলাদা বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দলবদলের তালিকায় বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু নেতার নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে তৃণমূলে ভাঙন ধরাল বিজেপি। এদিকে গোসাবাতেও ঘাসফুল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বেশ কয়েকজন নেতা। রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-১ ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি শৈবাল লাহরীর হাত ধরে একাধিক নেতাকর্মী বিজেপিতে যোগ দেন।এদিকে তৃণমূল ছেড়ে এত স্থানীয় নেতাকর্মী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মানুষ আর তৃণমূলের অত্যাচার ও স্বজনপোষণ সহ্য করতে পারছেন না। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্নে যাঁরা নিজেদের রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে দলটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন, আজ তাঁদেরই নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। দলের পুরনো ও অভিজ্ঞ মুখদের সরিয়ে এখন বাবুল সুপ্রিয় বা কোয়েল মল্লিকের মতো আনাড়িদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা শূন্য, তাঁদেরই মাথায় নিয়ে নাচছে তৃণমূল।'দলবদল করা এই নেতারা স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী বলে দাবি করা হচ্ছে। দলবদল করা নেতাদের অভিযোগ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের জেরে তাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসছিল তৃণমূলে। এলাকায় ঘাসফুল শিবিরের একটা অংশ

এরপর ৩ পাতায়

সহবাসের সময় শ্বাসরোধ করে হত্যা, স্ত্রীর নগ্ন দেহ বিছানায় ফেলে পালাল স্বামী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের সময়ে ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনা। সহবাসের সময় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সে তার মরদেহ বিছানায় নগ্ন অবস্থাতেই ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে, তালাবন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার হলে পুরো এলাকা স্তম্ভিত হয়ে যায়।রামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনুরাগ সিং বলেন, সিভিল লাইন্স থানা এলাকায় একজন শিক্ষিকার মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে। মৃতার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও দেবরের বিরুদ্ধে যৌতুক সংক্রান্ত মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে স্বামী তার অপরাধ স্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে সে রাগের বশে তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করলে তাকে জেলে পাঠানো হয়।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরে। কোতোয়ালি সিভিল লাইনস এলাকায় একটি তালাবদ্ধ বাড়ির ভেতর থেকে এক শিক্ষিকার মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দরজা খুলে চমকে ওঠে। বিছানায় মহিলার মৃতদেহ পড়ে ছিল, আশেপাশে কেউ ছিল না। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে মৃত্যুটি স্বাভাবিক ছিল না। পুলিশ মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং একটি তদন্ত শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতার পরিবার ঘটনাস্থলে আসে। তারা অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সহবাসের সময় শ্বাসরোধ করে হত্যা, স্ত্রীর নগ্ন দেহ বিছানায় ফেলে পালাল স্বামী

করে যে তাদের মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে যৌতুক সংক্রান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছিল। মৃতার পরিবারের সদস্যরা স্বামী এবং দেওরের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে। পরিবার জানিয়েছে বিয়ের পর থেকেই তাদের মেয়ে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তারা বহুবার অভিযোগ দায়ের করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই বিষয়টি কোনো না কোনোভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযোগগুলোর ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে এবং তদন্ত জোরদার করে।

রামপুরে নতুন পুলিশ সুপার দায়িত্ব নেওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বড় মামলার সমাধান করেছেন। কোতোয়ালি সিভিল লাইন্স পুলিশ মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রথমে অভিযুক্ত বিষয়টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সে ভেঙে পড়ে। অবশেষে সে যা প্রকাশ করে তা ছিল চমকে দেওয়ার মতো। জানান এক মুহূর্তের রাগ খুনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশের মতে, অভিযুক্ত স্বামী স্বীকার করেছেন যে ঘটনার সময় তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন করছিলেন। এ সময় দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। তর্কটি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে অভিযুক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মুহূর্তের মধ্যেই মহিলার মৃত্যু হয়। হত্যার পর অভিযুক্ত আতঙ্কিত হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সে মৃতদেহটি বিছানায় সেই অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

(২ পাতার পর)

দলবদলের তালিকায় বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু নেতার নাম

তোলাবাজি এবং ভয়ের রাজনীতি ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানকারী নেতারা হলেন বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান বিজন কৃষ্ণ মণ্ডল, ইটখোলা অঞ্চলের বর্তমান সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান খতিব সরদার, গোপালপুর অঞ্চলের বর্তমান সভাপতি আসমত মোল্লা, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ বারের প্রাক্তন প্রধান অর্ণব রায়, হাটপুকুরিয়া জিপি-র দীর্ঘদিনের প্রাক্তন প্রধান প্রতিমা সরদার, ক্যানিং-১ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বর্তমান সভাপতি সুমিত ঘোষ, বাঁশড়ার প্রাক্তন উপপ্রধান সিরাজ উদ্দিন দেওয়ান, নিগারিঘাটার তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিক শেখ, গোপালপুরের প্রাক্তন প্রধান নন্দকিশোর সরদার, প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ বদরোদ্দোজা শেখ।

ফালাকাটায় বিজেপির প্রচারের তারকা ঝলক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ফালাকাটার পূর্ব কাঠালবাড়ি মেজ বিল রাসমেলা ময়দানে আয়োজিত হতে চলেছে বিজেপির এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা,যা ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে।এই জনসভায় বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনের সমর্থনে প্রচারে অংশ নিতে উপস্থিত থাকবেন বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিশেষত

এরপর 6 পাতায়

হিংসা-হানাহানি রুখতে প্রস্তুত কমিশনের হাই-টেক কন্ট্রোল রুম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আবহে যে কোনওরকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না তা বারবার বলেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু হিংসা ঠেকানো যাচ্ছে কোথায়? প্রায়শই একাধিক জেলা থেকে আসছে হিংসা, হানাহানি, উত্তেজনার খবর। প্রথম দফার ভোটের আগে বাকি আর দু'সপ্তাহ। মাঠে নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার ভোটে বুথে বুথে কড়া নজরদারি চালাতে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র করতে ভোটের ঠিক একদিন আগে থেকেই প্রতিটি বুথের ক্যামেরা সচল করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, স্পর্শকাতর বুথগুলির নিরাপত্তায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে কমিশন। এই ধরনের প্রতিটি বুথের ভেতরে দুটি এবং বাইরে একটি করে মোট তিনটি ক্যামেরা বসানো থাকবে।প্রস্তুত কমিশনের কন্ট্রোল রুম। ভোট চলাকালীন প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে ৯০টি অত্যাধুনিক টিভি স্ক্রিনের সামনে সর্বক্ষণ নজরদারিতে থাকবেন ২০০ জন মাইক্রো অবজার্ভার।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, শুধু বুথের ভেতরে বা বাইরেই নয়, নজরদারি চলবে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, নাকা চেকিং পয়েন্টগুলোতেও। এর জন্য রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ হাজার ক্যামেরা বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্ট্যাটিক ক্যামেরার পাশাপাশি নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে টহলদারি গাড়ির মাথায়

এরপর 6 পাতায়

সম্পাদকীয়

কলকাতা সহ দক্ষিণের একাধিক জেলায় দুর্যোগ শুরু ,ফের লাল ও কমলা সর্তকতা জারি

বুধবার সন্ধ্যে হতেই কলকাতা উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর সহ একাধিক জায়গায় ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। কলকাতা, হাওড়া হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় লাল সর্তকতা জারি করে আবহাওয়া দফতর।আগামী ২৪ ঘন্টা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় দমকা হাওয়া বইবে। কোথাও কোথাও ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে। তেলেঙ্গানা, রায়লসীমা এবং তামিলনাড়ুর ওপর দিয়ে মান্নার উপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। অনুকূল বাতাস এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশের ফলে আগামী ৭-১০ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় স্থানে এবং উত্তরবঙ্গের এক বা দুটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলার দু-একটি জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।ধবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ হাবিবুর রহমান বিশ্বাস এই খবর জানান। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়াতে, সতর্কতা জারি। বুধবার সন্ধে থেকে বৃহস্পতিবার সকালবেলা উত্তরবঙ্গে শিলাবৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায়। ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলাতে।

বুধবার কলকাতায় রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।১০ তারিখ শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৪-৬ ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়বে। ২৩ এপ্রিলের আগে আর মাত্র দুটো রবিবার। আগামী রবিবার মেগা মিছিল অবশ্যই থাকবে। সেক্ষেত্রে তীব্র গরমের অস্বস্তিতেই সারতে হবে মিছিল। সাময়িক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেটে গেলেই বঙ্গে তপপ্রবাহ শুরু হবে। গরমের মধ্যেই নির্বাচনী প্রচার চালাতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। কারণ কোন ঝড়-বৃষ্টি বা ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা থাকবে না ওই সময়কালে।গঙ্গা-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে ওড়িশা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একত্রিশতম পর্ব)

ধনা আর মনার স্বপ্নে দেখা দেন দক্ষিণ রায়। ধনা আর মনাকে স্বপ্নে তিনি বলেন," আমি তোদের দুই ভাইকে প্রচুর মধু আর ধন সম্পত্তি দেবো। তোরা দুখে'কে আমার কাছে উৎসর্গ কর। না হলে তোদের নৌকা ডুবিয়ে দেবো"। লোভে আর ভয়ে ধনা আর মনা, দুখে'কে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছল করে দুখে'কে একটি দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে পুকুর থেকে মিষ্টি জল নিয়ে আসতে বলে। সরলমতি দুখে নির্জন দ্বীপে নামে। ধনা আর মনা নৌকা ছেড়ে দেয়। দুখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, মা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভোটের মুখে স্ট্র্যান্ড রোডে সুলভ শৌচালয় থেকে উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুলভ শৌচালয় থেকে উদ্ধার অস্ত্র। কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে ঘটেছে এই ঘটনা। গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বিহারের বাসিন্দা। ভোটের মুখে শহর কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডের মতো এলাকায় শৌচালয় থেকে এভাবে পিস্তল, গুলি-সহ একজন গ্রেফতার হওয়ায় স্বভাবতই নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

নাকা চেকিংয়ে যে শুধু টাকা উদ্ধার হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সম্প্রতি নাকা চেকিংয়ে ব্যাপক সাফল্য এসেছে কোচবিহারে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র। এই অস্ত্র কারা পাঠাল, কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, কী করা হবে এইসব অস্ত্র দিয়ে - উঠছে অনেক প্রশ্ন। মেখলিগঞ্জ থানার অন্তর্গত চ্যাংড়াবান্ধাবাহা বাইপাস এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময়, একটি গাড়ি আটক করা হয়। গাড়িটি তল্লাশি করে পুলিশ ৬টি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২০ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। এর কিছুদিন আগে দুর্গাপুরের বুদবুদ থানার মানকরে নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ১০ লক্ষেরও বেশি টাকা। ২ ব্যক্তির থেকে উদ্ধার হয়েছে এই বিপুল পরিমাণ টাকা। এক জনের কাছে মিলেছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আরেকজনের থেকে কাছে মিলেছে ৮ লক্ষ টাকা।সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এপ্রিলেই ২ দফায় ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গে। তার আগে এ হেন ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

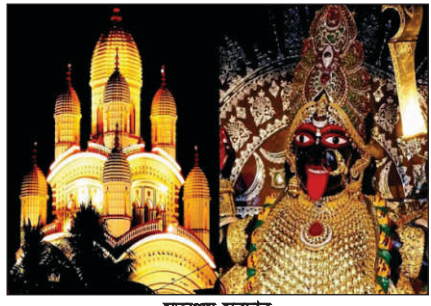

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবী হিসেবে উল্লিখিত হলেও এঁদের সত্তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। পুরমধি, ধীষণা এবং এলা সম্বন্ধেও একই কথা, যদিও দেবী হিসেবে এঁদের পরিচয় আরও অস্পষ্ট। অবশ্য ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলেও পৃথিবীর উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সূক্ত পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বুথের ক্যামেরা বন্ধ দেখলেই পুনর্নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটের কাজে লাগানো যাবে না সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশ বা স্টুডেন্ট পুলিশকে। ২০২১, ২০২৪-এর কথা উল্লেখ করে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি, পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে, কমিশন স্পষ্ট করে দিল, কোন কোন ক্ষেত্রে রিপোল করাতে হবে।এবার পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে তৎপর জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাকা চেকিং। এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট ২ দফায়। প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল। সেদিন ভোটগ্রহণ হবে ১৫২টি আসনে। দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল। সেদিন ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আর ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে। ২৯৪টি বিধানসভা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কমিশনের নির্দেশিকা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা।

নজরে ভোট। ভোটের রাজ্যে ফের কড়া পদক্ষেপ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। এবারও ভোটের কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশকে নিষিদ্ধ করল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে লেখা চিঠিতে ECI-এর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভোটের কাজে সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশ বা স্টুডেন্ট পুলিশকে কোনওভাবেই মোতায়েন করা যাবে না। এমনকী, ভোটের ৩ দিন আগে ও পরের দিন ইউনিফর্ম পরে কোনও ধরনের ডিউটি করতে পারবেন না সিভিক ভলান্টিয়াররা।

এই প্রথম নয়, এর আগেও সিভিক পুলিশে আপত্তি জানিয়েছিল কমিশন

এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই নির্দেশ দেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের মুখেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থ দফতরের নির্দেশিকার ভিত্তিতে জারি হয় বিজ্ঞপ্তি। এ নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্টও তলব করে নির্বাচন কমিশন। এই আবহে ফের ভোটের কাজে গ্রিন পুলিশ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন।

কোথায়, কোন ক্ষেত্রে হবে পুনর্নির্বাচন ? জানাল নির্বাচন কমিশন

বুধবার, ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সেই বৈঠকে পর্যবেক্ষকদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়- কোন কোন ক্ষেত্রে রিপোল হবে। সূত্রের খবর, জ্ঞানেশ কুমার বলেন, কমিশনের ৩ হাজার ক্যামেরা বুথের ভিতর-বাইরে, রাস্তায়, নাকা চেকিং-এর কাজ করছে। বুথের ক্যামেরায় কালো কাপড় বা বুথের ক্যামেরা বন্ধ দেখলে অবিলম্বে সেখানে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, অতীতে এই নজির আছে এরাজ্যে, তাই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে এবিষয়ে সতর্ক করবেন পর্যবেক্ষকরা। ক্যামেরায় গলদ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মমতার সম্পত্তির পরিমাণ কত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা ১৫ বছর রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পদে। অথচ তাঁর জীবনযাপন অত্যন্ত সাধারণ। টালির চালের বাড়িতে বাস। পায়ে হাওয়াই চটি। পরনে চাকচিক্যহীন সুতির শাড়ি। সেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার লড়ছেন ভবানীপুর থেকে। বুধবার কালীঘাট থেকে মিছিল করে আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে যান।হলফনামায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাগত যোগ্যতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি করে। পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে ব্যাচেলার অফ ল পাশ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই। কোনও ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিতও হননি তিনি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০৯ টাকা ৭১ পয়সা। কোনও অস্থাবর সম্পত্তি নেই তাঁর। ঋণও নেই ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে'র।

হলফনামা অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ সালে তাঁর আয় ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৫৭০ টাকা। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২০ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৪০ টাকা আয় করেছেন মমতা। ২০২১-২২অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৪১০ টাকা। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২০-২১ সালে আয় হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৪৫ টাকা।

হলফনামা জমা দেওয়ার সময় তাঁর হাতে নগদ অর্থ ছিল ৭৫ হাজার ৭০০ টাকা। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট রয়েছে মমতার। ওই অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৯ টাকা ৭১ পয়সা। নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করার টাকা রয়েছে ওই ব্যাঙ্কেরই আরও একটি অ্যাকাউন্টে। ওই অ্যাকাউন্টে মাত্র ৪০ হাজার টাকা রয়েছে। সবমিলিয়ে ব্যাঙ্কে রয়েছে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০৯ টাকা ৭১ পয়সা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৪০ হাজার ৬০০ টাকা টিডিএস হিসাবে ফেরত পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গয়নাগাটি রয়েছে কিছু। হলফনামায় উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলার 'দিদি'র কাছে ৯ গ্রাম ৭৫০ মিলিগ্রাম সোনা রয়েছে। যার বাজারদর ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০৯ টাকা ৭১ পয়সা। নেই গাড়ি। কোনও অস্থাবর সম্পত্তিও নেই তাঁর। মমতার নামে নেই কোনও কৃষিজ কিংবা অকৃষিজ জমি। বসতবাড়িও নেই তাঁর নামে। কোনও লোনও নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

(৩ পাতার পর)

হিংসা-হানাহানি রুখতে প্রস্তুত কমিশনের হাই-টেক কন্ট্রোল রুম

লাগানো বিশেষ ক্যামেরাও।

কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, এবারের নজরদারি ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কন্ট্রোল রুমে আসা লাইভ ফুটেজ বিশ্লেষণের জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষজনকে বিশেষভাবে চেনা সম্ভব হবে। বুথের আশপাশে কোথাও কোনও সন্দেহজনক জমায়েত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইক্রো অবজার্ভারদের দৃষ্টি সেদিকে চলে যাবে, ফলে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে।

(৪ পাতার পর)

ভোটের মুখে স্ট্র্যান্ড রোডে সুলভ শৌচালয় থেকে উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স অর্থাৎ STF- এর জালে বিহারের নালন্দার মহম্মদ ইউসুফ। স্ট্র্যান্ড রোডের সুলভ শৌচালয় থেকে অস্ত্র সমেত এই ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বিহারের বাসিন্দা মহম্মদ ইউসুফের কাছ থেকে তল্লাশি করে পাওয়া গিয়েছে পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিন। ভোটের আগে এভাবে খাস কলকাতায় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ৩টি দেশি পিস্তল, ২টি 7MM পিস্তল। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪টি ম্যাগাজিন, ১৮টি 8MM কার্তুজ, ২২টি 7.6MM কার্তুজ।

শহর কলকাতায় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নতুন নয়। আর এই ধরনের ঘটনায় বিহারের বাসিন্দাদের গ্রেফতারির ঘটনাও এই প্রথম নয়। কলকাতায় অস্ত্র উদ্ধারের সঙ্গে যে বিহার যোগ রয়েছে, তা এর আগেও বহুবার স্পষ্ট হয়েছে কলকাতা পুলিশের একাধিক অভিযানে। তবে এবার ভোটের আগে শহরে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় একটা বাড়তি চিন্তা থাকছেই। এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট ২ দফায়। প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল। সেদিন ভোটগ্রহণ হবে ১৫২টি আসনে। দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল। সেদিন ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আর ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে। ২৯৪টি বিধানসভা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে তৎপর জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাকা চেকিং। বেশ কয়েকটি জায়গায় নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ টাকা। ভোটের আগে এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে রাজ্যে এল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে শুরু হয়েছে তদন্তও। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা চেকিংয়ে এভাবে টাকা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় স্বভাবতই উঠছে অনেক প্রশ্ন, নিরাপত্তা নিয়েও বাড়ছে চিন্তা।

(৩ পাতার পর)

ফালাকাটায় বিজেপির প্রচারের তারকা ঝলক

যুবসমাজের মধ্যে এই তারকা প্রচার নিয়ে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি প্রবীণদের মধ্যেও প্রিয় অভিনেতাকে সরাসরি দেখার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটা ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই জনসভায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই সভাস্থলকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও দলীয় প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই জনসভা ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম ঘটবে এবং তা নির্বাচনী প্রচারে নতুন গতি আনবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারকা প্রচার সাধারণ ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, যা নির্বাচনের ফলাফলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সিনেমার খবর

প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন মালাইকা, জানালেন সম্পর্কে জড়ানোর 'শর্ত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা যেন থামছেই না। কখনো অর্জুন কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আবার কখনো কোনো 'রহস্যময়' পুরুষের সঙ্গে নাম জড়িয়ে প্রতিনিয়তই খবরের শিরোনাম হচ্ছেন তিনি। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি 'কার্লি টেলস'-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই নিরন্তর গুঞ্জনকে 'বিরক্তিকর' বলে অভিহিত করেছেন মালাইকা। তিনি জানান, আগে এসব বিষয়ে মেজাজ হারালেও এখন তিনি এবং তার ছেলে আরহান খান এসব খবর পড়ে একসঙ্গে হাসাহাসি করেন। কারও সঙ্গে নাম জড়ালে তা এখন তাদের কাছে স্রেফ একটি কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়।

সম্প্রতি 'স্প্লিটসভিল্লা এক্সসিক্স' খ্যাত সোরাব বেদীর সঙ্গে একটি পার্টির ছবি ভাইরাল হওয়ার পর মালাইকার নতুন প্রেমের গুঞ্জন তুঙ্গে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মালাইকা স্পষ্ট জানান, তিনি বর্তমানে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করছেন এবং নতুন করে কোনো সঙ্গী খোঁজার জন্য মরিয়া নন।

মালাইকার ভাষ্যমতে, সঙ্গী বা সাহচর্য অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু আমি সক্রিয়ভাবে কাউকে খুঁজছি না। আমি একজন স্বনির্ভর নারী হিসেবে গর্বিত এবং নিজেকে পূর্ণতা দিতে আমার কোনো পুরুষের প্রয়োজন নেই। তিনি আরও যোগ করেন, ভবিষ্যতে যদি কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে হয়, তবে সেটি হবে সম্পূর্ণ তার নিজের শর্তে।

দীর্ঘ দুই দশক আরবাজ খানের সঙ্গে সংসার করার পর ২০১৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর ২০১৮ সাল থেকে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে থাকলেও ২০২৪ সালে তাদের পথ আলাদা হয়ে যায়। বারবার বিভিন্ন বন্ধুর সঙ্গে নাম জড়ানো নিয়ে মালাইকা রসিকতা করে বলেন, এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কোনো দীর্ঘদিনের বন্ধু, বিবাহিত সহকর্মী বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা গেলেও তাকে 'প্রেমিক' বানিয়ে দেওয়া হয়।

পেশাদার জীবনেও মালাইকা বর্তমানে বেশ সফল সময় পার করছেন। গত বছর 'থাম্মা' ছবিতে রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে তার 'পয়জন বেবি' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখক হিসেবেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তার নতুন বই 'ইটস ইজি টু বি হেলদি'-র মাধ্যমে।

'সাইয়ারা' সিনেমার কৌশল নিয়ে যা বললেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে ২০২৫ সালের অন্যতম সফল সিনেমা 'সাইয়ারা'র বক্স অফিস সাফল্য ছাপিয়ে এখন আলোচনায়। সামাজিক মাধ্যমে সিনেমাপ্রেমীদের মাঝে এ সিনেমার, বিশেষ করে প্রচার কৌশল নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই তালিকায় এবার প্রশংসা করলেন বলি বাদশাহ শাহরুখ খানও।

এ সিনেমায় কোনো বড় তারকার উপস্থিতি ছাড়াই দর্শক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বক্স অফিসে ৩২৫ কোটি রুপি আয় করে সিনেমাটি বছরের অন্যতম ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ সিনেমার পরিচালক মোহিত সুরি জানিয়েছেন, সিদ্ধার্থ আনন্দের এক দিওয়ালি পার্টিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে অনুষ্ঠানে বাদশাহ পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেন।

মোহিত সুরি বলেন, প্রথাগত প্রচারের বাইরে গিয়ে দুই নতুন মুখ আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডাকে মিডিয়ার আড়ালে রাখার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিলেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বলি বাদশা শাহরুখ খান। ৩২৫ কোটি রুপি আয় করা এ সিনেমার সাফল্যের নেপথ্যে প্রচারের চেয়ে গানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তারা।

পরিচালক বলেন, সেই অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান তাকে বলেন— সিনেমার দুই প্রধান অভিনেতাকে সাধারণের চোখের আড়ালে রাখার সিদ্ধান্তটি ছিল দুর্দান্ত। গতানুগতিকভাবে শহর ঘুরে প্রচার বা সাক্ষাৎকার দেওয়ার বদলে সেই অর্থ ও সময় সিনেমার সংগীতের পেছনে ব্যয় করেছিলেন নির্মাতারা।

মোহিত সুরি বলেন, বড় কোনো তারকা না থাকায় তারা চেয়েছিলেন দর্শক যেন সরাসরি সিনেমার গল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আহান পান্ডেকে সিনেমার প্রধান চরিত্র 'কৃষ কাপুর' হিসেবে বেছে নেওয়াটাও তার জন্য সহজ ছিল না বলে জানান এ নির্মাতা।

মোহিত সুরি বলেন, আদিত্য চোপড়াকে প্রস্তাব দিলেও প্রথম দেখায় আহানকে তার বড্ড 'মিষ্টি ও নরম' স্বভাবের মনে হয়েছিল। এ কারণে দুই-তিনটি মিটিংয়ের পর তিনি আহানকে ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আহানের পরিশ্রম ও অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠা দেখে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন বলে জানান এ পরিচালক।

বিনোদন দুনিয়া থেকে কর্পোরেট জগতে মাধুরী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রূপালি পর্দার সাফল্যের পর এবার ব্যবসায়িক জগতে পা রাখলেন অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। মুম্বাইয়ের একটি প্রিমিয়াম এলাকায় 'ওয়ান লোধা প্লেস'-এ দীর্ঘমেয়াদি কমার্শিয়াল অফিস স্পেস লিজে নিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, অফিস ইউনিটের আয়তন প্রায় ৭৩১ বর্গফুট এবং সঙ্গে রয়েছে একটি পার্কিং স্পেস। চুক্তিতে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি সিকিউরিটি ডিপোজিটও জমা রাখা হয়েছে। লিজ চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর এবং প্রাথমিক মাসিক ভাড়া ধরা হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। প্রতি বছর ভাড়া বাড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

এই অফিস স্পেসে মাধুরী কর্পোরেট উদ্যোগ, নতুন ব্যবসায়িক প্রজেক্ট বা ব্র্যান্ড সংক্রান্ত কাজ শুরু করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে।

অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এই পদক্ষেপটি তার বিনোদন থেকে ব্যবসা জগতে সম্প্রসারণের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বুমরাকে পিটিয়ে রূপকথা লিখলেন বৈভব, লণ্ডভণ্ড হার্দিকের মুম্বই!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজস্থানের ইনিংসের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে উঠছে একটি ছবি। বৈভব সূর্যবংশীকে ভারতীয় দলের জার্সি দিচ্ছেন কোচ গম্ভীর। ১৬ বছর বয়সে ভারতের হয়ে খেলতে নেমে রেকর্ড গড়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। বৈভব যদি কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় সিনিয়র দলের জার্সি পরে নেন, কনিষ্ঠতম ক্রিকেটারের রেকর্ড তিনিই গড়বেন। কিন্তু তিনি, বৈভব কি এসব চান নাকি চান আক্রমণ করতে ? বুমরাকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে প্রথম ওভারেই বৈভব তুললেন ১৪। ১৫১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমে মুম্বই করল ১২৩/৮। ২৭ রানে ম্যাচ জিতল রাজস্থান।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে যে এভাবে বৃষ্টি হবে কে জানত ? তাই ২০ ওভারের ম্যাচ হল ১১ ওভার করে। ব্যাটে নেমে আবহাওয়ার মতো শুরু থেকেই ঝড় তুলেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সোয়াল। ৩২ বলে ৭৭ রানে অপরাজিত রইলেন যশস্বী। এর মধ্যে ৬৪ রানই এসেছে বাউন্ডারি থেকে।

বুমরাকে প্রথম ওভারেই দুটো ছয় মেরে শুরু করলেন বৈভব। যে গতিতে তিনি খেলছেন, খুব শীঘ্রই জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁকে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ১৪ বলে ৩৯ করলেন বৈভব। শেষে ১০ বলে ২০ করলেন অধিনায়ক রিয়ান। তিনি প্রায় ৮ বছর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেললেও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। আজ চেষ্টা করলেন এই অসমের ব্যাটার। ১১ ওভার শেষে রাজস্থান তুলেছিল ১৫০। ২ ওভার বল করে ২ উইকেট পেয়েছেন গাজানফার।

বিশাল রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে শুরু করে মুম্বই। ৪৬ রানের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিল ৫ উইকেট। রোহিত (৫), সূর্য (৬), তিলক (১৪), হার্দিক (৯) – কেউই ক্রিজে বেশিক্ষন টেকেননি। ১৫১ রান তাড়া করতে নেমে মুম্বই থামল এ। নমন ধীর (২৫) ও রাদারফোর্ড (২৫) চেষ্টা করলেও তাতে খুব একটা লাভ হয়নি।

গতকাল কলকাতা ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। দুই দল পেয়েছিল ১ পয়েন্ট করে। আজকেও বৃষ্টির জন্য ম্যাচের সময় পিছিয়ে গেলেও ১১ ওভারের খেলা আয়োজন করা গেল। পাঞ্জাব সমর্থকদের চিন্তা বাড়াবে রাজস্থানের ব্যাটিং। ভয়ঙ্কর লাগছে রাজস্থানকে। ১৮ বছর হয়ে গেল, তারা ট্রফি পায়নি। কে জানে, এবার না রাজস্থানের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে যায়?

দিল্লির কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলের নতুন মৌসুমের শুরুতেই বেশ কিছু দল ধাক্কা খেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসারদের অনুপস্থিতিতে। বিশেষ করে জশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সের না থাকায় সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। একই সঙ্গে তাদের পারিশ্রমিক নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে।

এমন পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন মিচেল স্টার্ক। দিল্লি ক্যাপিটালসের এই বাঁহাতি পেসার জানিয়েছেন, কাঁধ ও কনুইয়ের চোটের কারণেই তিনি মৌসুমের শুরুতে খেলতে পারছেন না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় স্টার্ক বলেন, তার চোটের বিষয়টি পুরোপুরি না জেনে কিছু ভারতীয় গণমাধ্যম ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, অনেকেই তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন এবং সেগুলোকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

স্টার্ক আরও বলেন, তিনি বর্তমানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং যত দ্রুত সম্ভব মাঠে ফেরার চেষ্টা করছেন।

এদিকে আইপিএলে খেলতে না পারায় দিল্লি দলের কাছে দুঃখও প্রকাশ করেছেন এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। তিনি জানান, তার অনুপস্থিতি দলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এজন্য সমর্থকদের কাছেও তিনি দুঃখিত। তবে দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং দ্রুত দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার অনুপস্থিতি নিয়ে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তার স্ত্রী অ্যালিসা হিলি। তিনি বলেন, চোটগ্রস্ত অবস্থায় খেলাটা সম্ভব নয় এবং পুরোপুরি সুস্থ থাকলে স্টার্ক অবশ্যই মাঠে নামতেন।

'টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়ক হয়ে ফিরে আসা উচিত কোহলির'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান আম্বাতি রায়ডু মনে করছেন, টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় পর দূরে থাকা ভিরাট কোহলিকে আবার মাঠে নামা উচিত এবং সেটি অধিনায়ক হিসেবে। রায়ডু আরও বলেছেন, কোহলির ফিটনেস এবং পারফর্ম্যান্স এখনও এমন যে তিনি ৪২-৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত খেলতে পারবেন।

রায়ডু বিশেষভাবে আইপিএল পারফরম্যান্সের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বেঙ্গালুরুতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জয়ে কোহলি খেলেছেন ৩৮ বলে ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। রায়ডু মনে করেন, এটি কোহলির ক্ষমতার কেবল ছোট একটি ঝলক মাত্র।

তিনি বলেন, 'ফিটনেসের দিক থেকে কোহলির কোনো সমস্যা নেই। একমাত্র মানসিক প্রস্তুতি তাকে সীমিত করতে পারে, তবে আমি এখনও তার মধ্যে আরও পাঁচ-ছয় বছর খেলবার সামর্থ্য দেখতে পাচ্ছি।'

রায়ডু আরও মন্তব্য করেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে তার অনুপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বড় ক্ষতি। যদি তাকে নেতৃত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহলে কোহলি নিশ্চয়ই ফিরতে আগ্রহী হবেন। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করতে পারাটা তার জন্য একটি চমৎকার চ্যালেঞ্জ হবে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR